আজকের কাগজ

তারিখ 23 OCT 1993 পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

সর্বস্তরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন না, সুষ্ঠু শিক্ষার প্রবর্তন

নীলিমা ইব্রাহিম

ইংরেজী ভাষা আবশ্যিক করবার জন্য সংসদীয় সাব কমিটি সুপারিশ করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অর্থনৈতিক সাব কমিটি এ সুপারিশ এনেছেন এবং একমাত্র ইংরেজী ভাষার দক্ষদেরই তাঁদের অর্থাৎ ইআরডি'র চাকরিতে প্রাধান্য দেয়া হবে। এতো ভাল কথা। সকলেই যোগ্য এবং দক্ষ কর্মচারী প্রত্যাশা করেন। কারণ, ছাপমারা সার্টিফিকেটের জোরে যারা চাকরিতে নিযুক্তি পেয়েছেন, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তারা কি যে করছেন তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে। তবে ইংরেজী ভাষায় এ দক্ষতার অভাব এ সুপারিশ কার্যকর করলেই কি সফল হবে? সম্ভবত না। কারণ এখন যে সমস্ত বিদ্যালয়ে বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনা হয় সে সব ছাত্রছাত্রীর বাংলা জ্ঞান দেখলে আপনি শুধু বিস্মিত হবেন না, কপাল চাপড়াবেন। "আ-মরি বাংলাভাষার" যখন এ অবস্থা তখন ইংরেজীর অবস্থা আর কতো ভাল হবে?

শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বত্র অরাজকতা, শৈথিল্য, আত্মীয়-তোষণ প্রভৃতির ফলে শিক্ষার মানদন্ড নামতে নামতে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পৌছেছে। এক সময়ে ছিল মেধাবী ছাত্রছাত্রী মনে মনে আশা পোষণ করতো শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণের। সরকারী প্রশাসনে, পুলিশে, সামরিক বাহিনীতে অধিক অর্থ থাকলেও সম্মানজনক পেশা বা বৃত্তি হিসেবে তারা শিক্ষকতাকেই অগ্রাধিকার দিতেন। আমরা যে সমস্ত শিক্ষকের কাছে স্কুলে, কলেজে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি তাঁরা ছিলেন এমনিই সাধক।

সময় বদলেছে, মানুষের মানসিকতাও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন জীবনের সর্ব সাফল্যের মাপকাঠি অর্থ। শিক্ষকতায় আর যাই থাক অর্থের প্রাবল্য নেই। অবশ্য আজকাল নাকি প্রাইভেট টিউশনের বদৌলতে শিক্ষকের সে অভাব বা দৈন্যদশা আর নেই। তাই শিক্ষকতার অঙ্গনকে ততো বেশি তুচ্ছ করা হয় না। তবুও বিএ, এমএ পাস করে অন্য কোথায়ও কোনো নিয়োগ না পেলে মানুষ শিক্ষকতাকেই শেষ আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে। ফলে নিকৃষ্ট ছাত্ররাই আজ মানুষ গড়ার কারিগরে পরিণত হয়েছে সুতরাং আজকাল বিএ, এমএ পাস যে সকল পন্ডিত মূর্খ দেখতে পাই তারা এসব শিক্ষকেরই অবদান। সুতরাং শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস পঙ্কিলতা দূর করে শিক্ষার ও শিক্ষকের মান উন্নত করতে না পারলে মাধ্যম ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান যাই হোক না কেন কোনও ফল হবে না।

দ্বিতীয়তঃ সর্বস্তরে ইংরেজী মাধ্যম প্রবর্তন করে শিক্ষক পাবেন কোথায়? বিদেশ থেকে শিক্ষক আমদানি করবার মতো অর্থ, সামর্থ্য কোনটাই আমাদের নেই। আমাদের এই গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করতে হবে। সুতরাং আগে শিক্ষক দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সেই পুরনো কথাই বলি। আজ থেকে ৪০/৪৫ বছর আগে এদেশে যারা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে পন্ডিত বলে আজও সমাদৃত তাদের শিক্ষার ভিত্তি ছিল মাদ্রাসা না হয় পাঠশালা। তাদের যোগ্যতা ও অবদানকে অস্বীকার করবেন কি করে? তাহলে তারা যদি ওই পরিবেশে ইংরেজীতে অমন জ্ঞান অর্জন করতে পেরে থাকেন তাহলে আজ নতুন করে শুরু থেকে ইংরেজী চাপাবার প্রয়োজন আছে কি? মনে হয় আমাদের এ দুর্দশার পেছনে ভাষার বাধ্যতামূলক শিক্ষা নয়, শিক্ষকের সীমিত বা ভ্রান্ত জ্ঞান, উচ্চারণদুষ্টতা, শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব দায়ী। শুধুমাত্র কাগজে সার্টিফিকেট অথবা মামার জোর কিংবা সরকারী দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলেন তার ভান্ডার তো শূন্য; তিনি তো মুষ্টিভিক্ষা দিতেও সক্ষম হবেন না। ইংরেজী মাধ্যম হলেও তো এই একই শিক্ষক ভুল শিক্ষা দিতে থাকবেন।

আমার বা আপনার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনি আছে। তাদের ক্লাসে টিচাররা যা পড়ান বা লেখান, যোজন অশুদ্ধ কিছু লিখে শুদ্ধ করে দিতে পারবেন না কারণ টিচার দেখলে এমন রেগে যাবেন যে ওই শিশুর পঠন-পাঠন হারাম করে তুলবেন। যাবেন কোন দিকে? সুতরাং প্রথম শ্রেণী থেকে পাঠ্য বিষয়ে ইংরেজী চাপিয়ে দেশের আপামর জনগণকে পন্ডিত করা যাবে না। উপরন্তু একটি শিশুর ওপর ইংরেজী, বাংলা, আরবী চাপিয়ে তাকে স্বাস্থ্যহীন দুর্বল মস্তিষ্ক ব্যক্তিতে পরিণত করবে। সুতরাং এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না চালিয়ে কুদরত-ই- খুদা কমিশন রিপোর্ট চালু করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তবে একটি বিষয়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করি তা হচ্ছে ভাল ইংরেজী না জানলে ই, আর, ডিতে নিয়োগদান করা হবে না। শুধু ই, আর, ডি কেন যে কোনও উচ্চপদে যাদের বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় অথবা দেশের অভ্যন্তরে যে সব বৈদেশিক দূতাবাস অথবা শিল্প সংস্থা আছে তাদের সঙ্গে অনেক সময়েই সর্তকতার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। সেখানে ঠিক সময়ে ঠিক শব্দটি উচ্চারিত না হলে অনেক অসুবিধাই শুধু নয়, ক্ষতি হবারও সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই উঁচু পদে যেতে হলে অবশ্যই যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

ইংরেজের অধীনে থেকে ইংরেজী শিক্ষাকে ঘৃণা করেছি তবুও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার জন্য ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চা করেছি। তার অস্ত্র দিয়েই তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। আজ ইংরেজ প্রভু নেই, উপরন্তু ইংরেজী আজ আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিজ্ঞান শুধু নয় ব্যবসায়িক লেনদেনেরও ভাষা। আজ চীন, জাপান সব দেশই ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে সে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রেমান্ধ বা মোহান্ধ হয়ে নয়, তার জাগতিক উন্নতি সাধনে। সেখানে একটি কথা অবশ্য সত্য যে তারা মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জন করে তারপর ইংরেজী শিখেছে এবং তাতে ফলোদয় হয়েছে। সুতরাং এখানেও যে দ্বিতীয় ভাষারূপে ইংরেজীর কথা বলা হয়েছে আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে কারও দ্বিমত পোষণের কারণ নেই। কারণ এ শিক্ষা যুগোপযোগী এবং অত্যাবশ্যকীয়।

শিশু শ্রেণী থেকে ইংরেজী প্রচলনের আরো একটি জটিলতা আছে। এখন সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে সরকার বদ্ধপরিকর এবং মহাৎসাহে কাজও শুরু হয়ে গেছে। দু'হাজার সাল নাগাদ এদেশে অক্ষরপরিচয়হীন কোনও মানুষ থাকবে না। এ একেবারে 'বুঁদির কেল্লা' ধ্বংস করার জন্য চিতোর রানার পণের মতো। যেমন করে হোক যেভাবেই হোক, এ অসাধ্য সাধন করতেই হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় খোদা আমাদের মুখে বেশি জোর দেয়াতে হাতের বল কিছুটা কেড়ে নিয়েছেন। এই নাকি প্রকৃতির নিয়ম। এক

> ইংরেজের অধীনে থেকে ইংরেজী শিক্ষাকে ঘৃণা করেছি তবুও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার জন্য ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চা করেছি। তার অস্ত্র দিয়েই তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। আজ ইংরেজ প্রভু নেই, উপরন্তু ইংরেজী আজ আন্তর্জাতিক জ্ঞান—বিজ্ঞান শুধু নয় ব্যবসায়িক লেনদেনেরও ভাষা।

অঙ্গের হানি হলে প্রাণী অন্য অঙ্গ দিয়ে ঐ ক্ষতি বা দুর্বলতা পুষিয়ে নেয়।

অন্ধকে দৃষ্টিদানের শুভেচ্ছা ও উদ্যোগ নিয়ে আজ ১২/১৩ বছর ধরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে সাক্ষর করবার অভিযান চলেছে। সরকার আছেন, বেসরকারী সাহায্যপুষ্ট এনজিওরা আছেন। সকলেই এ ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে উদ্যোগী। কারণ এ সত্য আজ আর কারও অজানা নেই যে সাক্ষরতা অর্জন করতে না পারলে জীবনের ক্ষেত্রেই উন্নয়ন সম্ভব হয় না। ঘরের কাছে শ্রীলংকা ও দক্ষিণ ভারতের দিকে তাকালে দেখি সেখানে জন্মহার কমেছে কর্মফসল বেড়েছে। সুতরাং এ প্রয়াস ফলবতী হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের কথা ও কাজের মাঝে এতো বেশি কিন্তু আছে যে পরিকল্পনাগুলোর সার্থকতা অর্জন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৪ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ২০.২%। আর ১৯৯০ সালে ৩০%। অথচ ১৯৭৪ সালের জনসংখ্যার তুলনায় ১৯৯০ সালে জনসংখ্যা বেড়েছে ৪ কোটি আর আজ তা আরো বেশি। সুতরাং এ সাক্ষরতা বৃদ্ধির পরিবর্তে বরং হ্রাস পেয়েছে।

এর জন্য প্রথমত দায়ী সরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার পেছনে ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভাব। সরকার তার দলীয় প্রচার চান, নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে অথচ ২৫/৩০ বছর আগে স্থাপিত বিদ্যালয় ভেঙে পড়ছে। গাছতলায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ক্লাস নিচ্ছেন। কিন্তু যে দেশে বছরের ছ'মাস বর্ষা ঋতুর আওতায় সেখানে এভাবে ক্লাস নেওয়া কতোটা সম্ভব? ঘন ঘন সরকার বদল আর পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে নিজের দলীয় ঝান্ডা উড়ানোর ফলে কোন কর্মপন্থাই সার্থকতা অর্জন করতে পারছে না। বিদ্যালয় আছে ছাত্র-ছাত্রী নেই। অর্থাৎ কিছু শক্তি ভুয়া বিদ্যালয়ের পরিচয় দিয়ে মাসে মাসে বেতন ও অন্যান্য বরাদ্দ উত্তোলন করছেন, তা দেখবার ও বিবেচনা করবার লোক নেই। থাকলেও এ মিথ্যা প্রকাশের সৎ সাহস তাদের নেই কারণ তারা ক্ষমতাসীন মাতবর ব্যক্তি। অতএব সর্বক্ষেত্রেই আমাদের নিজেদের সততা ও নিষ্ঠার অর্জনের জন্য দু'পা এগুলে তিন পা পিছিয়ে আসছে। এভাবে একজন এসে প্রতিশ্রুতি দেবেন অন্যে তাকে নস্যাৎ করবেন। আবার নতুন প্রতিশ্রুতি এ জন্য যে জনকল্যাণের জন্য এসব কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় সেই জনগণ এগোয় না। তারা আমাদের এ সব প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সকল আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে বসে আছে। এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি অথচ শতকরা ৮০% ভাগ সংখ্যাকে অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ অবস্থায় পেছনে রেখে একটি শ্রেণীকে ইংরেজীতে পন্ডিত বানিয়ে দেশের কি খুব বেশি লাভ হবে।

এখন এ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বতোগামী করতে হলে সেখানেও ইংরেজী শেখাতে হবে অভিজ্ঞ শিক্ষক আবশ্যক হবে। এমনিতেই আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় এ অতিরিক্ত বোঝা আবার মেটাবে কি করে? আমার দুঃখ যদি একটি ভিজিল্যান্ট টিম দিয়ে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তাদের শিক্ষকদের অবস্থান ও যোগ্যতার একটা জরিপ করানো যেতো তাহলে লজ্জায় আমাদের মাথা হেট হয়ে যাবে। সত্য, মিথ্যা, অযোগ্যতা ও ভন্ডামির সমাবেশে কিভাবে দাতাদেশ থেকে প্রাপ্ত কোটি কোটি টাকার অপচয় হচ্ছে। এর পর এই দাতা সংস্থারা আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করবেন? অবশ্য এখনই যে নিম্ন কণ্ঠে তারা মন্তব্য করছেন না, তাও বলা যায় না। তাদের ধারণা আমাদের এ জাতীয় পরিকল্পনা রাজনৈতিক ঢাকের বাদ্য এবং পেছনে যে শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তা আমাদের নেই। আজ পর্যন্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণের ভেতর একটা অদম্য ইচ্ছা আমরা জাগ্রত করতে পারিনি। সিংহাসনে বসে আশীর্বাদ উচ্চারণ করা যায়, অভিশাপ দেয়া যায় কিন্তু যাদের উদ্দেশে এসব বাণী উচ্চারিত হয় তাদের মঙ্গল-অমঙ্গল কোনটাই সাধিত হয় না। তাই আমাদের সদিচ্ছার অভাবে সকল অর্থ শ্রম সবই বৃথা হয়ে যাচ্ছে। দেশ ও জাতি ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়ে চলেছে। এখনও যদি আমরা সচেতন না হই তাহলে ঘন ঘন সরকার বদল হতে পারে কিন্তু তাতে দেশ ও জাতির কোনও উন্নতি সাধিত হবে না।

সুতরাং যেখানে সাক্ষরতা জ্ঞানদানেই আমরা সক্ষম হচ্ছি না সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের শুধু বাতুলতা মাত্র। সুতরাং আসুন ফিরে আসি আমরা আমাদের মূল শিক্ষা সমস্যায়।

ইংরেজী শিক্ষা সর্বস্তরে চালুর প্রচেষ্টা রেখে আগে সর্বস্তরে প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করি। বর্তমানে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক দেখলে আপনি মাথায় হাত দেবেন। অসংখ্য ভুল। বানান তো কোনও সমস্যাই নয়, বিষয়বস্তুতেও ভুল। এ ভ্রান্ত তথ্যভিত্তিক শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের কোথায় নিয়ে যাবে?

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকদের শির আজ আর উন্নত নয়, যে কোনও অন্যায় দাবির কাছে মস্তক অবনত। এক দিকে শিক্ষকদের নিজস্ব অযোগ্যতার দুর্বলতা অন্যদিকে প্রাণের মায়া। এ পরিস্থিতিতে ইংরেজী, বাংলা, নাকি গ্রীক সবই তুল্যমূল্য।

অযোগ্যকে উত্তীর্ণ করতে হবে নইলে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে। আপনি ওখানে টিকে থাকতে পারবেন না। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করলে আপনাকে চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে নইলে ফলাফল বুঝতেই পারেন।

সুতরাং শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, অন্যায় দাবির কাছে শিক্ষকের নতি স্বীকার অপরাধ বলে বিবেচনা করতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্য বিষয় আত্মীয় তোষণ বা দলীয় তোষণ না করে উপযুক্ত জ্ঞানীজনকে দিয়ে লেখানো আবশ্যক। নিজেরা যথেষ্ট পরিমাণে সফল ও নিষ্ঠাবান হলেই শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ফিরে আসবে নইলে দিন দিন অধঃপতনেই যাবো আমরা। সুতরাং ইংরেজী-বাংলা সমস্যা নয়, সমস্যা উপযুক্ত শিক্ষাদান ও গ্রহণ। যদি পূর্বের মতো শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার সম্মানজনক স্থানে আনতে পারি তাহলে টোল অথবা মক্তব ছাত্র যেখান থেকেই আসুক না কেন ইংরেজী ভাষায় কার্য পরিচালনা শুধু নয় ইংরেজী সাহিত্যে সকল অধ্যাপনাও করতে পারবেন। তাই সহজ মন্তব্য করে সমাজ ও শিক্ষাজীবনকে অধিকতর জটিল করে লাভ নেই, সমস্যাই শুধু বাড়বে।

নীলিমা ইব্রাহিম: প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলাম লেখক, প্রাক্তন অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।